



212629 - শরয়িত আমাদরেককে দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কনে; অথচ আল্লাহতাআলা কখনও কখনও দোয়াকারীর দোয়া কবুল করেনে না?

প্রশ্ন

“হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন” এভাবে দোয়া করা থেকে হাদিসে নিষিদ্ধোজ্জ্ঞ এসছে। কনেনা আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নহে। যদি তাই হয়ে থাকে; তাহলে শরয়িত আমাদরেককে দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কনে? অন্য কথায়: আল্লাহ্যদিকক্ষণে আমাদরে দোয়া কবুল না করবনে; তাহলে আমরা দোয়া করি কনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদের কটে যনে না বলে: হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন’ আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন, আপনি চাইলে আমাকে রযিকি দিনি / বরং সে যনে সুদৃভাবে চায় / নিশ্চয় তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করনে; তাকে বাধ্য করার কটে নহে।” [সহহি বুখারী (৭৪৭৭) ও সহহি মুসলিমি (২৬৭৯)]

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) বলেন: “যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর তখন তোমরা তোমাদের চাওয়া পশে কর। কনেনা আল্লাহর কাছে যা আছে কনে কিছু (দান) সটোকে ফুরিয়ে ফলোর নয়। যখন তোমরা দোয়া কর তখন দৃভাবে কর। নিশ্চয় আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নহে।” [জামউল উলুম ওয়াল হকিম (২/৪৮) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন:

“এ হাদিসে দলিল রয়ছে যে, মুমনিরে জন্য বাঞ্ছনীয় হল জোরালোভাবে দোয়া পশে করা, দোয়া কবুলরে ব্যাপারে আশান্বতি থাকা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। কনেনা সে তো মহানুভবকে ডাকছে। এই মরমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত আছে।” [শারহু সহহিলি বুখারী (১০/৯৯) থেকে সমাপ্ত]



কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

হাদসিরে বাণী: “আপনি চাইলে” এটি তাঁর (আল্লাহর) ক্ಷমা, দান ও রহমত থেকে এক ধরণের অমুখাপকেষতি; যমেন— কটে বলে থাকে: যদি আপনি আমাকে অমুকটা দিতে চান দিতে পারেন। এ ধরণের শৈলী এমন কছির ক্ষতেরে ব্যবহার করা হয় যা না হলওে চলে। যদি কোন জনিসিরে জরুরী প্রয়োজন হয় সক্ষেতেরে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে সটো চয়ে থাকে এবং অভাবী ও অনন্যোপায় ব্যক্তি তার প্রয়োজন যভেবে পশে করে থাকে সভেবে চয়ে থাকে।”[তাফসিরে কুরতুবী (২/৩১২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“দোয়াকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা তনি দকি থেকে গ্রহতি:

এক. এভাবে দোয়াকারী যনে অবহতি করছে যে, আল্লাহকে বাধ্যকারী কটে রয়েছে এবং আল্লাহর উপরেও এমন কটে আছে যে আল্লাহকে বাধা দিতে পারে। তাই এ পদ্ধতিতে দোয়াকারী যনে বলছে: আমি আপনাকে বাধ্য করব না। আপনি চাইলে ক্ক্ষমা করুন; আর চাইলে ক্ক্ষমা না করুন।

দুই. কটে যখন বলে “আপনি চাইলে (ক্ক্ষমা করুন)” যনে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে আল্লাহর জন্য বড় কছির মনে করছে। অর্থাৎ এটি আল্লাহর কাছে বড় কছির হওয়ার কারণে তনি হয়তো নাও চাইতে পারেন। এর উদাহরণ হচ্ছে এমন; আপনি কোন একজন মানুষকে বলছেন যে, আমাকে এক মলিয়ন রিয়াল দিন; যদি আপনি দিতে চান। কনেনা আপনি যখন এমন কোন প্রস্তাব কাউকে দনে তার কাছে প্রস্তাবটি হয়তো একটু ভারী মনে হতে পারে; সটোকে কছিরটা হালকা করার জন্য আপনি বলতে পারেন যে, যদি আপনি চান। কিন্তু আল্লাহতাআলার ক্ক্ষতেরে “আপনি চাইলে” এমন কছির বলার প্রয়োজন নাই। যহেতে আল্লাহর কাছে কোন কছিরই বড় নয়। তাই তনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আগ্রহটা বড় হওয়া চাই”। কনেনা আল্লাহর কাছে কোন কছিরই বড় নয়; যা তনি কাউকে দনে।

হাদসিরে বাণী: “আগ্রহটা বড় হওয়া চাই”: কম হোক কথি বা বেশি হোক সটো চাওয়া উচিত। বান্দা এ কথা বলবে না যে, এটি অনকে। আমি আল্লাহর কাছে এটি চাইব না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কনেনা আল্লাহর কাছে কোন কছিরই বড় নয়; যা তনি কাউকে দনে”। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কোন কছির এমন বড় নয় যে, তনি সটো দবিনে না কথি বা সটো দিতে কৃপণতা করবেন। যা কছির আল্লাহতাআলা মানুষকে প্রদান করেন এর কোন কছির তাঁর কাছে বড় নয়। বরং আল্লাহতাআলা একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থতি করবেন। এটি একটি মহা ঘটনা। কিন্তু আল্লাহর জন্য সহজ।

তনি. এভাবে দোয়াকারী অবহতি করে যে, সে আল্লাহকে অমুখাপকেষী। যনে সে বলছে: আপনি চাইলে করুন এবং চাইলে না করুন; আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১০/৯১৭-৯১৮)]



আরও জানতে দেখুন: 105366 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আল্লাহুতাআলা তার বান্দাদেরকে দোয়া করার নরিদশে দয়িচ্ছেনে এবং তাদের দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দয়িচ্ছেনে; যদি তারা একনষিঠভাবে দোয়া করে এবং নিজেরে দনৈযতা প্রকাশ করে। তিনি বলেন: “তোমাদের প্রভু বলেন; তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। [সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

আল্লাহর কাছে যে ভাণ্ডার ও দান রয়েছে এখানে আলোচনার বিষয়টি সটো নয়। যহেতে আল্লাহর ভাণ্ডার পরপূরণ; খরচ করলে সটো কম না এবং দলি বাড়ে না। কথিবা এটি আল্লাহর দোয়া প্রতিশ্রুতির সাথেও সম্পৃক্ত নয়। কনেনা আল্লাহুতাআলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করনে না। বরং এখানে মুখ্য বিষয় হল: বান্দা নিজেকে দাসত্ব ও আশার মর্যাদায় পশে করা, দোয়ার স্বরূপ বাস্তবায়ন ও দোয়া করা; ঠিকি আল্লাহুতাআলার বান্দাদেরকে যভোবে পালন করার নরিদশে দয়িচ্ছেনে; এবং দোয়া কবুলেরে প্রতিবিন্ধকতাগুলো ও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতকারী বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকা।

দোয়াটাই আল্লাহর ইবাদত; বরং মহান ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে কোন ইবাদতেরেই কিছু আদব, শর্ত ও বিশেষ কাঠামো রয়েছে; বান্দার জন্য সেগুলো মান্য করা মুস্তাহাব।

আর প্রত্যকে কারণেরে বিপরীতে কিছু প্রতিবিন্ধকতা থাকে; যা কারণেরে ফলাফলকে বাধাগ্রস্ত করে কথিবা কারণেরে প্রভাবকে দুর্বল করে দেয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“দোয়াকারী কি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দবি?

জবাব: যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় আল্লাহর সক্ষমতাকে তাহলে আল্লাহুতাআলা দোয়া কবুল করতে সক্ষম এ দৃঢ়তা ব্যক্ত করা আবশ্যিক। আল্লাহুতাআলা বলেন: “তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। পক্ষান্তরে, আপনার নিজেরে দোয়া কবুল হওয়া: আপনার মাঝে যে প্রতিবিন্ধকতাগুলো রয়েছে সে বিবেচনা থেকে কথিবা দোয়া কবুল হওয়ার কারণগুলো পূর্ণ না হওয়ার দিক থেকে আপনি দোয়া কবুলেরে ব্যাপারে আশংকায় থাকতে পারনে।

তদুপরি আপনার উচতি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা। কনেনা আল্লাহুতাআলা বলছেন: “তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। যনি শুরুতে আপনাকে দোয়া করার তাওফিক দয়িচ্ছেনে তিনিই শেষে দোয়া কবুল করে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। বিশেষতঃ ব্যক্তি যদি দোয়া কবুল হওয়ার কারণগুলো বাস্তবায়ন করে এবং প্রতিবিন্ধকতাগুলো থেকে বঁচে থাকে। প্রতিবিন্ধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে দোয়াতে সীমালঙ্ঘন করা; যমেন কোন পাপ কাজেরে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার



দোয়া করা...।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১০/৯১৮)]

দোয়া করার গুরুত্বপূর্ণ আদবগুলো দেখুন 36902 নং প্রশ্নোত্তরে এবং দোয়া কবুলের প্রতিনিধকতাগুলো দেখুন 5113 নং প্রশ্নোত্তরে।

তনি:

দোয়াকারী তার প্রভুকে ডাকার ফলে দোয়া কবুল হলেও প্রার্থতি বিষয় ঠিকি যতোবে চাওয়া হয়েছে সতোবে হাছলি হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং দোয়া কবুল কয়কেভাবে হতে পারে: দোয়াকারীর প্রার্থতি বিষয় অবলিম্বে তাকে প্রদান করা কথিবা অনুরূপ কোন মন্দ তার থেকে দূরীভূত করা কথিবা এ দোয়াটকি তার জন্য কয়িমাতরে দনি প্রদয়ে পুরস্কার বা সওয়াব হিসিবে সংরক্ষতি করে রাখা।

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলমি যদি দোয়া করে এবং সে দোয়াতে কোন পাপ কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছনিনরে বিষয় না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তাকে তনিটি বিষয়রে কোন একটি দিতে পারনে: অবলিম্বে তার দোয়া কবুল হওয়া, কথিবা তার দোয়াটকি তার জন্য আখরিতে পুঞ্জীভূত করে রাখা কথিবা অনুরূপ কোন অনিষ্ট তার থেকে দূরীভূত করা। তারা (সাহাবীরা) বলল: তাহলে আমরা প্রচুর দোয়া করব? তনি বললনে: আল্লাহ্‌ও অধিক দাতা।”[মুসনাদে আহমাদ (১০৭৪৯), আলবানী ‘সহিহু তারগীব ওয়া তারহীব’ গ্রন্থে (১৬৩৩) হাদিসটকি সহি বলছেন]

হাফযি ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“প্রত্যকে দোয়াকারীর দোয়াই কবুল হয়। তবে কবুলের প্রকার বিভিন্ন: কখনও দোয়াকৃত বিষয়টি দোয়া হতে পারে, কখনও এর বনিমিয়ে অন্যটি দোয়া হতে পারে। এ ব্যাপারে সহি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে।”[ফাতহুল বারী (১১/৯৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“ব্যক্তরি কর্তব্য হল অনুনয়রে সাথে বারবার দোয়াটি পশে করা ও আল্লাহ্‌র প্রতীসুধারণা রাখা এবং এ কথা জনে রাখা যে, আল্লাহ্‌হছেন— প্রজ্‌ঞবান ও জ্‌ঞনী। তনি তাঁর প্রজ্‌ঞবলে কখনও দ্রুত সাড়া দনে; আবার কখনও বলিম্বে সাড়া দনে। আবার কখনও কখনও দোয়াকারী যা চয়েছে এর চয়ে উত্তমটি তাকে দান করনে।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৯/৩৫৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্‌তাআলাই সর্বজ্‌ঞ।